দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১৩/১১/২০০১
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

স্বল্পসময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিপাকে

এম, আবদুল্লাহ ॥ দায়িত্বভার গ্রহণ করেই ভীষণ টেনশনে আছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। আগামী শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যবই পৌছানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ নয়া মন্ত্রীদ্বয়ের সামনে। সময় আছে মাত্র আড়াই মাস। মুদ্রণ শুরু হওয়া প্রয়োজন ছিল আরো দু'মাস আগে। বিদায়ী সরকারের মন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সময়মতো সিদ্ধান্ত না দেয়ায় সময় একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। আগামী দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের সাড়ে ৫ কোটি বই মুদ্রণ ও বাঁধাইসম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহল মনে করলেও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন আশাবাদী। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে মুদ্রণ কাজ সম্পন্নের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী ইনকিলাবকে জানান। তবে দ্রুত বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কাগজপ্রাপ্তি। পাঠ্যবইয়ের নকল এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে বিশেষ ধরনের কাগজ সরবরাহ নেয়া হচ্ছে। কর্ণফুলী মিল কর্তৃপক্ষ আগামী ৬ নভেম্বরের আগে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে কোন কাগজ সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করায় বই মুদ্রণ কাজ আরো বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে কর্ণফুলী মিল থেকে আরো আগেই কাগজ সরবরাহ নেয়ার চেষ্টা চলছে ৩-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিপাকে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কর্ণফুলী মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, রফতানীর জন্য বিশেষ কোয়ালিটির কাগজ উৎপাদনে ব্যস্ত থাকায় ৬ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বোর্ডের কাগজ সরবরাহ সম্ভব হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন গতকাল বিকেলে ইনকিলাব প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, সময় একেবারেই কম। দায়িত্বগ্রহণের পরপরই তারা পাঠ্যবই মুদ্রণের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন। পাঠ্যবই প্রকাশনা সার্বক্ষণিকভাবে তদারকের জন্য মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের দিয়ে দু'টি সাব-কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। মুদ্রণ সমিতি ও বাঁধাই সমিতির সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জনাব মিলন জানান। তিনি বলেন, আমরা কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণ কাজের মনোপলি ব্যবসা দেব না। প্রকৃত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ ভাগ করে দেয়া হবে।

কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও বইয়ের মূল্য যাতে না বাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মকর্তারা বই মুদ্রণের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে বলে জানালে প্রতিমন্ত্রী বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বলেন, রেট আগেই চূড়ান্ত করলে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের আগেই কার্যাদেশ দেয়া উচিত ছিল। যেহেতু আমরা কার্যাদেশ দেব রেট কমানোর চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। ২৫ অক্টোবরের মধ্যে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হবে বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।